তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৩ ... 28 AUG 2016 ... কলাম ... ৬

দৈনিক আমাদের সময়

বন্যার পানিতে ভাসছে চরাঞ্চল

১১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ

বাঘা প্রতিনিধি ●

রাজশাহীর বাঘায় গত দুই সপ্তাহের ব্যবধানে বন্যা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে। ক্রমাগত পানি বৃদ্ধির ফলে ডুবে গেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং জমির ফসলসহ প্রায় দেড় হাজার ঘরবাড়ি। অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ১১টি বিদ্যালয়ের তিন হাজার শিক্ষার্থীর পড়ালেখা। আবার অনেকের রাতের ঘুম শেষ হয়ে গেছে সাপের ভয়ে। বিশুদ্ধ পানি ও খাবার অভাবে অনেকেই অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন। গতকাল শনিবার সকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে ভুক্তভোগীদের মুখ থেকে এসব করুন তথ্য পাওয়া গেছে।

সরেজমিন পদ্মার চরাঞ্চলে গিয়ে দেখা গেছে, এই মুহূর্তে যাতাযাতের জন্য তাদের একমাত্র বাহন টিনের তৈরি ডুংগা। নদীতে পানি বাড়ার পর থেকে চরাঞ্চলের চকরাজাপুর, চৌমাদিয়া, আতারপাড়া, দিয়ার কাদিরপুর, লক্ষ্মীনগর, মানিকের চর এবং টিকটিকি পাড়াসহ ১৫টি গ্রামের প্রায় ১০ হাজার মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন। তারা বাড়ি থেকে ঠিকমত বের হতে পারছে না। এসব কারণে বন্ধ হয়ে গেছে ওই অঞ্চলের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আবার অনেকের হালের বলদ দাঁড়িয়ে আছে খড়ের ওপরে। ক্রমাগত পানি বাড়ার ফলে সেখানে জমির আখ, পাট ও চলতি আমন ধান পানিতে তলিয়ে গেছে। একই সঙ্গে পদ্মার স্রোতে ব্লকসহ বাঁধ ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হতে যাচ্ছে। আবার কোনো কোনো স্থানে বিশাল ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিদিন বাঁধ ভাঙার ফলে এলাকায় এক প্রকার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এমনিতেই ফসল পানিতে তলিয়ে যাওয়ার ফলে লোকজন দিশেহারা, অন্যদিকে বাঁধের ভাঙনের কারণে তারা নিজেদের বাড়িঘর রক্ষা করতে পারবে কিনা এ নিয়েও দুশ্চিন্তায় রাত কাটাচ্ছেন। চরাঞ্চলের বাসিন্দা আলিম মোল্লা জানান, পদ্মার পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেছে তার ৯ বিঘা জমির ফসল। এ ছাড়াও ক্রমাগত স্রোতে ভেঙে পড়েছে ১০টি আমগাছ। অপর একজন আব্দুর রহমান জানান, নদীতে পানি বাড়ার পর তারা প্রায় ৮-১০ দিন ধরে পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন। এর ফলে তাদের গরু-ছাগলসহ অন্য জিনিসপত্র ঘরে রাখা দায় হয়ে পড়েছে। অনেকের ঘরে খাবার নেই। তারা এখন পর্যন্ত সরকারি যে সহায়তা পেয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল বলে তিনি জানান।

চকরাজাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আজিযুল আযম জানান, নদীতে পানি বাড়ার পর ফসল তলিয়ে যাওয়াতে লোকজনের যে ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়। কিন্তু যাদের বাড়ি ভেঙে অন্যত্র সরাতে হচ্ছে তারা অর্থিকভাবে চরম সংকটে রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হামিদুল ইসলাম জানান, বাঘার পদ্মার চরাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভয়াবহ। তিনি গত দু'সপ্তাহে স্থানীয় এমপি বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী উপজেলা প্রশাসন এবং কিছু এনজিও কর্মীদের সহায়তায় সর্বশেষ গতকাল শনিবার পর্যন্ত নগদ ৯০ হাজার টাকাসহ চারবার ত্রাণ বিতরণ করেছেন। তিনি ওই অঞ্চলের মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা স্থানীয় জেলা প্রশাসককেও অবহিত করেছেন বলে জানান।